"মিষ্টি বাচ্চারা - অব্যভিচারী স্মরণের দ্বারাই তোমাদের অবস্থা অচল-অটল হবে, পুরুষার্থ করতে থাকো, একমাত্র বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো কিছুই যেন স্মরণ না আসে"

*প্রশ্নঃ - শিববাবা কোন্ সার্ভিস করেন আর বাচ্চারা তোমাদেরকে কি করতে হবে?

*উত্তরঃ - সঙ্গমযুগে শিববাবা সকল আত্মাদেরকে কবরখানা থেকে বের করে আনেন অর্থাৎ যে আত্মারা দেহ অভিমানের ফাঁদে পড়ে পতিত হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সার্ভিস করেন। বাচ্চারা, তোমরাও বাবার সাথে সাথে সকলকে শান্তিধাম এবং সুখধামের পথ বলে দেওয়ার জন্য লাইট হাউস হও। তোমাদের এক চোখে থাকবে মুক্তি আর অন্য চোখে থাকবে জীবনমুক্তি।

*গীতঃ- এমন খেলা কে গড়েছে...

ওম্ শান্তি। বাস্তবে এ হলো ভক্তিমার্গের গীত। নিশ্চয়ই কেউ এমন রয়েছেন যাঁর উদ্দেশ্যে এই মহিমা গায়ন করা হয়। বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, এ তো বাবা - যিনি এই সব কিছু করেন, তিনিই করণকরাবনহার। এই দেবী দেবতা ধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম। তার তুলনায় শিখ ধর্ম নতুন, তাই শিখ ধর্মের লোকেরা তাঁর অনেক মহিমা কীর্তন করে। তারা গান করে যে - এক ওঙ্কার... ওম্ শব্দের অর্থ - বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ওরা এই শব্দের অনেক লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা করে। বাবা বলেন - আমি বলছি যে, আমি পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী, আমি কখনো পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না, তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে থাকো - এইভাবে বাবা এসে বাচ্চাদেরকে পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন - আমি শুধুমাত্র বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই। আমি বাচ্চাদেরকে বোঝাই যে - আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে তোমরা আত্মারা ভক্তিমার্গে স্মরণ করেছিলে - 'হে গডফাদার' বলে। তাঁরই মহিমা গায়ন হয়ে থাকে - পতিতপাবন, করুণাময়, লিবারেটর (মুক্তিদাতা) বলে। তাঁকে গাইডও (পথপ্রদর্শক) বলা হয়ে থাকে। এ হলো পান্ডব সেনা। লৌকিক জগতে পান্ডারা যাত্রীদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তির পথনির্দেশ করে থাকেন। গায়ন রয়েছে যে - এই ভব সাগর পার কর। পরমাত্মাকে বরাবরভাবে এই জীবনতরীর মাঝি বলা হয়, তাঁকে আবার মালিও বলা হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, সত্যযুগে ত্রেতাতে তোমরা কত আনন্দে ছিলে, বেপরোয়া বাদশা ছিলে। তখন কত বৈভব ছিল! শ্রীনাথ মন্দিরে কত বৈভবে জাঁকজমক করে, বিভিন্ন প্রকারের অত্যন্ত সুস্বাদু প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তার তুলনায় জগন্নাথ মন্দিরে সাধারণ ভাত ডাল খাওয়ানো হয়। সেই মন্দিরের কারুকার্যে অশোভনীয় কুরুচিকর চিত্র খোদাই করা রয়েছে। এখন তোমরাও সকলে তেমনি কালো হয়ে গেছো। শ্রীনাথ মন্দিরে অত্যন্ত উচ্চমানের জাঁকজমক পূর্ণ প্রসাদন্ন তৈরি করা হয়, শ্রীনাথজির ভোগের সেই প্রসাদ, পূজারীগণ পেয়ে থাকে। তারপর তাঁরা সেই প্রসাদ দোকানে বিক্রয় করে। এইভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বাচ্চারা, তোমরা তো স্বর্গের মালিক হবে। সেখানে তোমরা যেরকম জাঁকজমকপূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ভোজন আহারে গ্রহণ করো তোমাদের দাস-দাসীরাও সেই রকমই পেয়ে থাকে। সেখানে ৩৬ রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তোমাদের পক্ষে সব আহার করা সম্ভব হবে না, তাই তোমাদের দাস-দাসীরা তা পেয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু জেনেই তৃপ্ত হয়ে যেও না, এখন তো সম্পূর্ণ রাজধানী তৈরি হবে। ওখানে তোমরা অত্যন্ত আনন্দে বিরাজ করবে। বাচ্চারা, কেবলমাত্র তোমরাই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির স্থাপন করা স্বর্গের রাজত্ব ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারবে।

বলা হয়ে থাকে যে - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। দুই প্রকারের বৈরাগ্য হয়ে থাকে। সন্ন্যাসীরা সীমাবদ্ধ জীবনের বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যায়। সেখান থেকে গুপ্তভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য সাহায্য করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিনাশের মাধ্যমেই স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত হয়। এই সন্ন্যাসীরাও পবিত্রতায় সহায়তা করেন, তাই এই অবিনাশী ড্রামাতে এঁদেরও মহিমা রয়েছে। বাবা বলেন যে - এই জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য হল এই সীমিত জগতের বৈরাগ্য আর তোমাদের বৈরাগ্য হল অসীমের বৈরাগ্য। অসীমের পিতা এসে তোমাদেরকে এই অসীমের বৈরাগ্য প্রদান করেন। ঘর-গৃহস্থে বসবাস করেও, শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা সব মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হল, এই শরীর অতি পুরাতন হয়ে গেছে। এখন দেহ সহকারে দেহের সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। নিজেকে দেহী মনে করতে হবে। ওরা বলে যে আত্মা নির্লিপ্ত। যেমন খুশি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করো না কেন, আত্মার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। এই বিষয়ে অনেক মতান্তর রয়েছে। যেমন যেমন রীতি নীতি মানুষ চালু করে, মানুষও সেইমতো চলতে শুরু করে। অনেক জায়গায় আদিদেবকে মহাবীর বলা হয়। তারপর হনুমানকেও মহাবীর বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে তোমরাই হলে সকলে মহাবীর, যারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষার্থ করো। যেমনভাবে অঙ্গদকে রাবণ বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারেনি, তোমাদের স্থিতিও ঠিক সেইরকম হতে হবে, যাতে মায়া তোমাদেরকে নড়াতে না পারে।

তোমরা সকলে হলে মহাবীর, তোমাদের উপরে মায়ার যত তীব্র তুফানই আছড়ে পড়ুক না কেন, তবুও তোমাদের স্থিতি থেকে বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত হয়ো না। এখনই তোমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে না। পরবর্তীকালে এইরকম অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। যতই বিকল্পের তুফান আসুক না কেন, স্থিতিতে এবং নিশ্চয়ে অটল থাকতে হবে। যাতে মনে অব্যভিচারী স্মরণ বিদ্যমান থাকে আর অন্য কারোর স্মৃতি মনে আসবেনা - এরকম স্থিতি প্রাপ্ত করতে যথেষ্ট মেহনত করতে হবে। তোমরা পরবর্তী সময়ে অচল অটল স্থিতি লাভ করবে। এরই স্মরণিকা হল অচলঘর, তার ওপরে রয়েছে গুরুশিখর। এখন তোমরা একথা জানো যে, সর্বোপরি রয়েছেন শিববাবা, তিনি হলেন রচয়িতা। আদিকালে তিনি কি রচনা করেন, সে কথাও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি রয়েছেন শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর হলেন সূক্ষ্মলোকনিবাসী। বিষ্ণুর মূর্তিতে চারিভূজা কেন দেখানো হয়? এতে প্রবৃত্তি মার্গের কথা প্রমাণিত হয়। এ হল তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। ব্রহ্মার মাধ্যমে এই মার্গের স্থাপনা হয়। সবার উপরে রয়েছে ব্রাহ্মণ ধর্ম, দেবতাদের থেকেও তোমরা উচ্চস্থানের অধিকারী, কারণ তোমরা সার্ভিস কর। দৈবী ধর্মের স্থাপনা করে তারপর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। সর্বোপরি রয়েছেন একমাত্র বাবা, সর্বোচ্চ মহিমা যোগ্য একমাত্র শিববাবা আর কেউ নয়। একমাত্র শিব বাবার বার্থডেই মুখ্য। এছাড়া আর কেউই সার্ভিস করেন না। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণও কেবলমাত্র প্রালব্ধ ভোগ করেন। এখন সকলেরই বিনাশের সময় উপস্থিত। সর্বপ্রথম বাবারই ভক্তি শুরু হয়েছিল। তা হল অব্যভিচারী ভক্তি। এখন সর্বত্রই ব্যাভিচারী ভক্তি। তোমরা শিববাবা থেকে শুরু করে সকলেরই অক্যুপেশনের (কর্তব্য কর্ম) কথা জানো। এখন প্র্যাকটিক্যালি তোমরা বাবার কাছে বসে আছো, তোমরা জানো যে তোমরাই পুনরায় ভারতকে স্বর্গ করে তুলছো। যারা সেই স্বর্গ গড়ে তুলবে, তারাই তো সেখানে রাজত্ব করবে। প্রথমে সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) শুরু হয় তারপর রামের রাজত্ব শুরু হয়। এখন তাদের পূজা করে কি লাভ? তাদেরকে তো এই সৃষ্টি চক্র অনুযায়ী নিম্ন অভিমুখে গমন করতেই হবে, তারা কেবলমাত্র তাদের প্রালব্ধ সম্পূর্ণ রূপে ভোগ করবেন, ব্যস্ এইটুকুই। তোমরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে ওঠো। তোমরা কি জানো যে, ভক্তি মার্গে কি হয়? কিভাবে ৬৩ জন্মপ্রাপ্ত হয়? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে রয়েছো, অতঃপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে - এই অনাদি ড্রামা এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। একে কেউ আটকাতে পারবে না। ডিগবাজির খেলা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যেত ডিগবাজি খেতে খেতে অথবা দণ্ডী কাটতে কাটতে। পূর্বে এই রীতির অনেক গুরুত্ব ছিল। এখন অনেক রকমের মতামত নির্গত হয়েছে, কিন্তু শুধু এক বাবা ছাড়া আর কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। এখন তোমাদের এক চোখে রয়েছে মুক্তি আর এক চোখে রয়েছে জীবনমুক্তি। বুদ্ধি বলে যে তোমরা হলে লাইট হাউস।

তোমরা হলে মানুষকে পথ দেখানোর লাইট হাউস। প্রথমে যেতে হবে সুইট হোমে অর্থাৎ পরম ধামে। এখন নাটক পূর্ণ হয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে এই সমস্ত সত্য গীতা ইত্যাদি কেন তৈরি করা হয়? যারা এখনো কাঁচা রয়েছে তারা এসব পড়াশুনা করে পাকা হয়ে উঠবে। বাদবাকি সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় সেই সমস্ত গীতা ইত্যাদি আবার তৈরি হবে। মানুষ গীতার একেকটি শ্লোক নিয়ে তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। গীতাতে রয়েছে ভগবানুবাচ। গীতা শুনিয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান, কিন্তু মানুষ এসব কথা বুঝতে পারে না। বাবা বলেন - এ সকল শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যায়ন করে আমাকে পাবেনা, যখন ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি এখানে আসি। জ্ঞান হল দিনের আলো আর ভক্তি হল রাতের অন্ধকার। অর্ধেক কল্পকাল ধরে চলে রাবণের রাজত্ব, রাবণকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায় - কারোর মধ্যে রয়েছে কাম বিকারের ভূত, কারোর মধ্যে রয়েছে ক্রোধের ভূত। এ সমস্ত অশুদ্ধ শব্দাবলী সত্য যুগে থাকেনা। এখানে তো লোকে একে অপরকে গালিগালাজ করতে থাকে। এসব বিষয় সত্য যুগে থাকেনা। এখন তোমরা একথা বোঝো যে, পতিত পাবন বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গ রচনা করে পুনরায় তিনি অন্তরালে চলে যান। তখন আর কারোর পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। শিবের চিত্র সকলেই দেখেছে কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। শিব বাবা কখন এসেছিলেন, কিভাবে এসেছিলেন? ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্করের কি রহস্য, তারা কোথায় থাকেন? সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ এত বিশাল বৈভবপূর্ণ রাজত্ব কিভাবে প্রাপ্ত করলেন? কলিযুগে তো এরকমটা নেই। তাঁরা সেই রাজত্ব কিরূপে প্রাপ্ত করেন - তার রহস্য এখন তোমরা জানো। বাচ্চাদেরকে বাবার কাছ থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারপর অন্যদেরকে তা পড়াতে হবে। বাবা তাঁর সমস্ত বাচ্চাদেরকে সম্বোধন করেন - আমার হারানিধি সন্তানেরা, হে আমার শালগ্রাম বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দেহে এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞান বুঝিয়ে দেই। ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়।

অন্যান্য কোন সৎসঙ্গে আসার জন্য কোন বাধা নিষেধ থাকে না, কিন্তু এখানে আসার কথা উঠলেই সকলে মানা করে। কাম বিকার ইত্যাদি বিষ ত্যাগ করা নিয়েই যত কলহ - সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে বাবা বলেন যে - এই বিষের জন্যই আদি, মধ্য এবং অন্তকাল দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই বিষ হল প্রধান শত্রু, এই কাম মহাশত্রুকে জয় করো, এই শত্রু তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তিম কাল ধরে শুধু দুঃখই দিয়েছে। সেজন্যই সকলে তাঁকে আহবান করে - হে পতিত পাবন এসো। তারা জানে যে, তারা পতিত হয়ে গেছে, সেজন্যই যিনি পবিত্র, তাঁর সামনে গিয়ে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীদের পবিত্রতার আকর্ষনে মানুষ তাঁদের কাছে ছুটে যায়, সেই জন্যই তাঁদের এত সম্মান, এত উচ্চপদমর্যাদা। তাঁরাও মনে করেন যে - আমাদের মত এত উচ্চ সম্মানধারী এই ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। বাচ্চারা, তোমরা শক্তিস্বরূপ হয়ে তাদেরকেও জ্ঞানরূপী বাণ মেরেছো। যদি স্থুল বাণের কথা হতো, তাহলে এরকম বলা হত না যে, পরমপিতা পরমাত্মা বাচ্চাদেরকে দিয়ে তাদেরকে বাণ মেরেছেন। এ হলো জ্ঞানের বাণ। তোমরা তো হলে ব্রহ্মাকুমারী, ওরা বলে ব্রহ্মকুমারী। ওরা বলে যে, ব্রহ্মই হল ভগবান। বাবা বলেন যে - এসব তোমাদের ভ্রমমাত্র। এখন তোমাদের কাছে অনেক সন্ন্যাসীরাও আসেন। অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বরা সন্ন্যাসীদের কাছে যান। তারা গিয়ে বলেন - হে মহাত্মা, চলুন আমরা আপনাকে উত্তম ভোজন খাওয়াবো। এইভাবে তাঁদের অনেক আদর আপ্যায়ণ করে থাকেন। পবিত্রতা ধারণ করার জন্যই এই পদ প্রাপ্তি এবং সম্মান। আজকাল তো অনেক চোর-ডাকাতও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে। তোমরা তো একেবারে স্বচ্ছ নির্মল রাজঋষি হয়ে উঠছো। এখন তোমরা শুরু থেকে শেষ, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝে গেছো, তোমরা জানো যে, তোমরাই এরপর দেবতা হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে প্রালব্ধ ভোগ করবে। অর্ধেক কল্পকালের পর, যখন অন্য কোন ধর্মের সূচনা হয়, তখন যুদ্ধ ইত্যাদিরও সূচনা হয়। এসবই এই ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিম সময়ের কথা জেনে নলেজফুল হয়ে গেছ। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রকে জেনেছ, চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য। ভারতে ডবল মুকুটধারী রাজা-রানী হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ছিলেন। যারা শুধুমাত্র একটি মুকুটধারী, তারা সেই ডবল মুকুটধারীদেরকে প্রণাম করে। সত্যযুগে ছিল পবিত্রতার শক্তি, সেখানে সকলেই ভাইসলেস (নিষ্পাপ) এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছিলেন। এখনকার মানুষ তাঁদেরই গুণগান করে যে - তাঁরা ছিলেন সর্বগুণ সম্পন্ন... কেন মানুষ তাঁদের এই মহিমা কীর্তন করে? কারণ যারা পূজারী তারা নিজেরাই বিকারগ্রস্ত। সমস্ত খেলাটাই ভারতে হয়ে থাকে। ডবল মুকুটধারী এবং এক মুকুট ধারী - এখন তো কোন রকমেরই মুকুট নেই... । তোমরা সমস্ত সৃষ্টি চক্রকে এখন বুঝতে পেরেছ। ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (নির্দেশক), প্রধান অ্যাক্টর - কে, তা এখন তোমরা জানো। এরপর তোমরা দেবতা হয়ে যাবে। আত্মাতে মায়ার যে কাদা আবর্জনা লেগেছে, তা ধুয়ে দেওয়া হয় । বাবা বলেন - আমি ধোপাও, আবার সবচেয়ে বড় স্বর্ণকারও । তোমাদের আত্মারূপী এই গহনাকে ভাট্টিতে দেওয়া হয়। তখন তোমরা সত্যিকারের নিখাদ গহনা হয়ে যাবে। বাবা আবার ব্যারিস্টারও । তিনি তোমাদেরকে ৫ বিকারের কারাগার থেকে এসে লিবারেট (মুক্ত) করেন। এখন তোমরা রাবণের কয়েদে রয়েছো, সেই কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা তোমাদেরকে ওকালতিও শিখিয়ে দেন যে কিভাবে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। বাবা বলেন - আমি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, তোমাদেরকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করে, পুনরায় অন্তরালে চলে যাবো। তখন তোমরা সুখী হয়ে যাবে। তোমরা নতুন রাজধানীতে বসবাস শুরু করবে, তখন আমি বাণপ্রস্থে চলে যাব।

আচ্ছা, সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী কে? বাবা বলেন, কন্যারাই হলো সবথেকে ভাগ্যশালী। বাবা বলেন - আমি তো আমার নিজের কর্তব্য পালন করে থাকি। তোমরা পতিত হয়ে, দুঃখী হয়ে, আমাকে আহ্বান করো, তাই বাবা হিসেবে আমার কর্তব্য হল - নিজের বাচ্চাদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করা। এমন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই, লৌকিক জগতে অনেকেই এরকম টাইটেল (উপাধি) গ্রহণ করে - যা একেবারেই অনুচিত। বিনাশকালে মানুষের বুদ্ধি একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা বাবা বাবা বলতে থাকো, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই রহস্য কি করে বুঝবে। ওরা মনে করে, হয়তো এই ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা স্মরণ করো। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অনেকবার বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক করে দিয়েছিলেন। এটাই হলো ঈশ্বরীয় জন্ম। বাবা বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কাছে ভালো করে পড়াশুনা করে তারপর অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে। লাইট হাউস হয়ে সকলকে

মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে।

২) শুধু মাত্র এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণের মাধ্যমে নিজের স্থিতি একরস, অচল-অটল করে তুলতে হবে, মহাবীর হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ- অলৌকিক রীতির লেন-দেনের মাধ্যমে সর্বদা বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে উদার হৃদয় ভব

যখন কোনো মেলাতে যাও, তখন অর্থের বিনিময়ে কোনো না কোনো বস্তু ক্রয় করে থাকো। কিছু নেওয়ার পূর্বে দিতে হয়, তাই এই আত্মিক মিলন মেলাতেও বাবার থেকে কিংবা একে অপরের থেকে কিছু না কিছু তোমরা গ্রহণ করো অর্থাৎ নিজের মধ্যে তা ধারণ করো। যখন কোনো গুণ অথবা বিশেষত্বকে নিজের মধ্যে ধারণ করবে, তখন সাধারণত্ব আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। গুণ ধারণ করলে, দুর্বলতা আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন এটাই হলো দেওয়া । প্রতিটি সেকেন্ডে, এমনভাবে লেনদেন করার মাধ্যমে উদারহৃদয় হয়ে, বিশেষত্বের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- নিজের বিশেষত্ব গুলির প্রয়োগ করো, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে প্রগতির অনুভব হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;